কালের কণ্ঠ

তারিখ: 19 AUG 2017 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ডিআরএমসি-বসুন্ধরা খাতা জাতীয় বিতর্ক উৎসব ২০১৭

বাগ্‌যুদ্ধে মুখর রেসিডেনসিয়াল কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ছুটির দিন হলেও গতকাল শুক্রবার সকাল থেকেই জমজমাট ছিল ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। কেবল তাদের শিক্ষার্থীই নয়; প্রায় ৭০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পদচারণে মুখর ছিল কলেজ প্রাঙ্গণ। আর কিছুক্ষণ পরপরই একদল শিক্ষার্থী আরেক দলকে ঘায়েল করে বের হচ্ছিল বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ থেকে। এটি ছিল তাদের বাগ্‌যুদ্ধ, বিতর্ক।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ (ডিআরএমসি)-বসুন্ধরা খাতা জাতীয় বিতর্ক উৎসব ২০১৭-এর দ্বিতীয় দিনের চিত্র ছিল এটি। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের রেমিয়েন্স ডিবেটিং সোসাইটি (আরডিএস) অষ্টমবারের মতো এ উৎসবের আয়োজন করেছে। এ আয়োজনের টাইটেল স্পন্সর বসুন্ধরা খাতা এবং প্রিন্ট মিডিয়া পার্টনার দেশের জনপ্রিয় দৈনিক কালের কণ্ঠ। এবারের উৎসবের স্লোগান 'বিতর্ক হোক তারুণ্যের মশাল'। গত দুই দিনের তর্ক-বিতর্কে বিতার্কিকরা যেন স্লোগানের সার্থকতাই প্রমাণ করেছে।

তিন দিনব্যাপী এই বিতর্ক উৎসবের শেষ দিন আজ শনিবার। বিকেল সাড়ে ৩টায় এ প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এ ছাড়া বক্তব্য দেবেন কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আবদুল মান্নান ভূঁইয়া।

গতকাল বিকেল ৩টায় 'গ্রাম নয় শহরই বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি' শীর্ষক বিতর্কে দুই পক্ষই চরম বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। শেষ পর্যন্ত পক্ষে থাকা দল বিজয়ী হয়।

পক্ষে থাকা জোহায়ের ভূঁইয়া বলে, 'অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও মৌলিক চাহিদার বেশির ভাগই শহরকেন্দ্রিক। শহরে যদি আজ কলকারখানা এবং নানা রকম কাজের সুযোগ সৃষ্টি না হতো তাহলে কোনোভাবেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব হতো না। আর শহরকে ঘিরেই দেশ-বিদেশের সঙ্গে নানা রকম যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ফলে শহরই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।'

অন্যদিকে বিপক্ষ দলের তামহিদুল ইসলাম বলে, 'যদি আমাদের বেঁচে থাকতে হয় তাহলে খেতে হবে। এই খাবার কোথা থেকে আসে? গ্রাম থেকে। এমনকি বিভিন্ন খাদ্যপণ্য রপ্তানিও করা হয়। আসলে কৃষিই হচ্ছে আমাদের উন্নয়নের চাবিকাঠি। আর অর্থনীতির মেরুদণ্ডও গ্রাম। ফলে গ্রামই প্রধান।'

ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক সৈয়দ আরমান হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি আমার সন্তানকে আগে থেকেই বিতর্কে উৎসাহিত করছি। কারণ এতে মুখের জড়তা দূর হয়। যোগাযোগের দক্ষতা বাড়ে। দেশ-বিদেশের খবর জানার প্রতিও আগ্রহ তৈরি হয়। এ ছাড়া যুক্তি ও বুদ্ধির মাধ্যমে মেধাকে বিকশিত করা যায়; যা পরবর্তী জীবনে খুবই কাজে লাগবে।'

গত দুই দিনের আয়োজনের ব্যাপারে আরডিএসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াসিফ আহমেদ আন্তন গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। যেসব প্রতিষ্ঠানের অংশ নেওয়ার কথা ছিল তাদের সকলেই প্রায় এসেছে। ফলে আয়োজনটি প্রাণবন্ত হয়েছে। আশা করছি কাল (আজ শনিবার) আমরা এই উৎসবের সফল সমাপ্তি করতে পারব।' এই বিতর্ক উৎসবে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছে।

আয়োজকরা জানান, চারটি পর্যায়ে এই বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উৎসবের প্রথম দিন গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় স্কুল পর্যায়ের (নবম ও দশম শ্রেণি) প্রতিযোগিতা। এত অংশ নেয় ২৪টি স্কুল। গতকাল অনুষ্ঠিত হয় শিশু পর্যায়ের (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি) ও কলেজ পর্যায়ের (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) প্রতিযোগিতা।